ভূমিকা

স্বাধীনতা পরবর্তীকালের একজন স্বতন্ত্র ধারার কথাসাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরটিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বেড়ে ওঠা স্বাধীনতা সমসাময়িক ও স্বাধীনতা উত্তরকালে। এই সময় তিনি দেখেছেন আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বাতাবরণে বিপর্যস্ত মূল্যবোধকে। এই সময় মানুষ একদিকে প্রত্যক্ষ করেছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একাগ্রতা, মন্বন্তরের দিনে দেখেছে রাস্তার ধারে জমে ওঠা মানুষের শব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দেশ বিভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের স্রোত নেমে এসেছে কলকাতার রাস্তায়। বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম তাগিদে সমস্ত আদর্শ নষ্ট করতে হয়েছে। পুরুষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে সতী-সাবিত্রীরা নিজেদের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে হারিয়ে ফেলেছে। এভাবে নিম্নবিত্তরা বাঁচার জন্য যে কোনো রাস্তাই বেছে নিয়েছে। আর উচ্চবিত্তরা নিজেদের বিবেককে উপড়ে ফেলে আরো ধনবান হয়েছে। কিন্তু মধ্যবিত্তরা ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ঝুলে রইলো। বর্তমানের ক্লিষ্টতা আর ভবিষ্যতের নিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে নিজেদের আশা আর ভরসার মধ্যে ব্যবধানকে ক্রমশ বাড়তে দেখে নিরুপায়বোধে পঙ্গু হয়ে যায়। নৈরাশ্য আর অসহায়তা মধ্যবিত্তজীবনকে সমাজের এক প্রান্তে ঠেলে দেয়। হৃদয়ের দিক থেকে নিঃস্ব হয়েও কেউ কেউ সচ্ছলভাবে বাঁচতে চেয়েছিল। এই সময় আর সংকটই দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু।

ছয়ের দশক থেকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের চাপে মানুষ বদলাতে শুরু করে। উদ্বাস্তুরা থিতু হতে না পারায় বাঙালি শ্রেণিচরিত্রও বদলে গেছে। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে গেছে; শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ছুটেছে উচ্চবিত্ত হওয়ার লক্ষ্যে, আর একটি অংশ প্রতিদিন নিম্নবিত্তে পরিণত হওয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে যুঝেছে। শুরু হয় অর্থনৈতিক ও নৈতিক নানা অবক্ষয়— দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, হতাশা, একাকীত্ব, অস্তিত্বের বিপন্নতা। নতুন জীবনের স্বাদ পেতে মেয়েরাও চার দেয়ালের ভিতরে না থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার ফলে দাম্পত্যজীবনে পুরুষের মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। স্বাভাবিকভাবেই দাম্পত্যজীবনে বিচ্ছেদের কথা এসে যায়। পুরুষদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বহুগামিতা। বেশি দিন স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার করার পর পুরুষের মনে হয়েছে জীবন ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। পুরনো সম্পর্ক আর টিকে রাখতে চায় না। তাই দেখা যায়, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাসে দুই, তিন, চার কিংবা পনের থেকে পঁচিশ কিংবা ষাট বছর পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পর্ক

টিকে ছিল তা আর টিকে থাকছে না। এর প্রভাব পড়েছে সন্তান-সন্ততিদের মনেও। দিব্যেন্দু পালিত তাঁর উপন্যাসে এই সব যুবক-যুবতিদেরও মনোবিশ্লেষণ দেখিয়েছেন। পুরুষদের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে নারীরা অনেক সময় নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছে। চাকরি খুঁজে পেয়েছে আবার ভুল পথে চালিতও হয়েছে। আবার শেষে বিষণ্ণতায় ভুগতে হয়েছে নর-নারী উভয়কেই। কখনোবা মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে হয়েছে। দিব্যেন্দু পালিত মূলত এই সব নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের রূপকার। কাহিনি বা ঘটনাকে মুখ্য না করে চরিত্রের অন্তর্বিশ্লেষণকেই তিনি তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান দিয়েছেন।

এই সময় বাংলাদেশে এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে যারা গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত নয়। বরং শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে তাদের জীবন জড়িত। মেধাই এদের মূল হাতিয়ার। যা সৃজনশীল, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনভিত্তিক আর আনুষঙ্গিক পরিমিত শ্রম। এই মূলধনকেই সম্বল করে তারা এসে দাঁড়াল নগরজীবনের কেন্দ্রে। সেখানে ততোদিনে গড়ে উঠেছে মাল্টি বাজার— দেশি পুঁজিপতিদের কাছে যে যতো বেশি বিক্রি করতে পারবে নিজেকে, ততো বেশি সে পাবে আর্থিক সাচ্ছল্য ও সামাজিক নিরাপত্তা। এভাবে আত্মবিক্রয়ের জন্য এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে চলে অবিরাম এক প্রতিযোগিতা। যেমন একদিকে জীবনকে সুনিশ্চিত প্রতিষ্ঠা দিতে অনেক মানবিক দায়ের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে হয় তাদের, অন্যদিকে পুরনো সংস্কার ও মূল্যবোধের আকস্মিক উদ্ভাসে নিজেদের দাঁড়াবার জায়গাটুকু চিনে নিতে হয়। এই দোলাচলতার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থা এমন করুণ হয়ে উঠেছে যা মানবিক স্খলন ও হননেরই নামান্তর।

এই সময় রাজনৈতিক চেতনা ও শহুরে হয়ে ওঠার প্রবণতা বেড়েছে। কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণি স্বাধিকার অর্জনের দিকে এগিয়ে গেছে। এরই মধ্যে ছয়-সাতের দশকে নকশাল আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ঘর ও বাহির— দুই জায়গাতেই বিপজ্জনক অবস্থা। যে আদর্শবোধ দেশের প্রাক্-স্বাধীনতা রাজনীতিকে দিয়েছিল সম্ভ্রমের রূপ, দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতায় তা ক্রমশ আড়াল হয়ে গেছে। প্রায় সমান্তরাল রেখায় প্রকট হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক ও নৈতিক নানা অবক্ষয়। এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে রাজনীতির যে উত্তাল হাওয়া উঠেছিল তাকে হাতিয়ার করে দিব্যেন্দু পালিত উপন্যাস রচনা করেছেন। কিন্তু

সেগুলিতে রাজনীতি মুখ্য নয়। উপন্যাসের আবহমণ্ডলে রাজনীতিকে রেখে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি।

দিব্যেন্দু পালিত দীর্ঘকাল সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাঁর সাংবাদিক জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে উপন্যাসে। সংবাদপত্রের রিপোর্টের আকারে অনেক সময় তিনি উপন্যাসের গঠন নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, দিব্যেন্দু পালিতের উপন্যাস বস্তিজীবনের কাহিনি থেকে শুরু করে মেয়েদের মেসবাড়ির জীবন, বেশ্যাপল্লী থেকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁচেছে।